উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৮
সংখ্যা ৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৯

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

টেম্পু সার্ভিস সমূহে কর্মরত শিশুরাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে

বৃষ্টি, ঝড় অথবা কুয়াশা ঢাকা সকাল বেলায় সূর্যের আলো উঁকি দেওয়ার আগেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাজপথ গুলোতে হতদরিদ্র শিশুদের দেখা মেলে। কর্কট শব্দ নিয়ে এগিয়ে চলা নগরীর টেম্পু সার্ভিস সমূহে ঝুলতে ঝুলতে হাঁকডাক করে যাত্রীর আশায়। যদিও যাত্রী থেকে প্রাপ্ত আয়ের সিংহভাগ চলে যায় টেম্পু মালিকের পকেটে অথবা ড্রাইভারের পকেটে। দিন শেষে প্রায় খালি পকেটে অথবা বড়জোর ২০ - ৩০ টাকা সম্বল পকেটে পুড়ে জীর্ণ - শীর্ণ দেহ নিয়ে অনাথ শিশু গুলো ঘুমাতে যায়। এদের স্বপ্নের পরিধি দু-বেলা দু -মুঠো অন্ন । তার উপর রয়েছে আকস্মিক দূর্ঘটনায় মৃত্যু অথবা অঙ্গহানির আশংকা। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত “ শিশু সুরক্ষার অধিকার,দিন বদলের অঙ্গীকার” শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা টেম্পু শ্রমের সাথে জড়িত শিশুদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের সাথে জড়িত বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন। গত ৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে চট্টগ্রাম নাসিরাবাদস্থ কারিতাস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন অবহেলিত শিশুদের নিয়ে কাজ করা উপস্থিত সকলের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি টেম্পু শ্রমের সাথে জড়িত শিশুদের এই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সরিয়ে আনার বাস্তব সম্মত উপায় বের করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শিশু শ্রম নিরসনে সার্বিক সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ পরিচালক ফারিদা রোজী। ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ডাঃ মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উল্লসিত ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ছবিতে বাম থেকে দাঁড়ানো-সাবরিনা জান্নাত ১ম বিভাগ, ফারিহা আক্তার ১ম বিভাগ, সানজিদা নুর ১ম বিভাগ, তাহমিনা আক্তার ১ম বিভাগ, জয়শ্রী শীল ২য় বিভাগ, (ছবিতে বাম থেকে বসা) মোঃ জালাল উদ্দিন ১ম বিভাগ,আলাউদ্দীন ১ম বিভাগ, মোঃ শাখাওয়াত হোসেন ৩য় বিভাগ।

ছোটদের এসএসসি পরীক্ষা হিসাবে অভিহিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষা গত ২১,২২, ও ২৪ নভেম্বর সারাদেশে একযোগে ৫ হাজার ৩ শত ৫৭ টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা,বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। দরিদ্র এবং স্বল্প আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ৮ জন শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত ২২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলাফল প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত ফলাফলে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ৬ জন শিক্ষার্থী ১ম বিভাগে, ১ জন ২য় বিভাগে এবং ১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের ই-মডিউল প্রশিক্ষণ প্রদান

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে ২০ জন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের ই-মডিউল প্রশিক্ষণ ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারহাটস্থ ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র সংলগ্নে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর উদ্যোগে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় “ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাগেরহাট, বগুড়া, নোয়াখালী, যশোর, জয়পুরহাট ও চট্টগ্রাম সহ দেশের মোট ৬ টি জেলায় উক্ত প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীন তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ও ই-মডিউল এর মত বিষয়গুলির উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উৎসব মুখর পরিবেশে প্রশিক্ষণ চলাকালে এলাকার গণমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার।

ই-মডিউল প্রশিক্ষণে উপস্থিত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের (আরআইসি) কেন্দ্র ব্যবস্থাপক বিলকিস আক্তার

মহান বিজয় দিবস পালিত

বছর ঘুরে আমাদের মাঝে আবারো ফিরে এল ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস ২০০৯। বাঙ্গালী জাতির চির আরাধনার চূড়ান্ত বিজয়ের দিনটিকে জাতি আজো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। বিজয়ের ৩৮ তম বার্ষিকীতে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম এমএজিজি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ, মনোমুগ্ধকর মার্চ-পাষ্ট ও ডিসপ্লে। ঘাসফুল এএনএফপিই স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীরা মার্চ - পাষ্ট ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করে সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। পুরস্কার বিতরণী পর্বে ঘাসফুল শিক্ষার্থী মোঃ শাহিন আলম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার এমএন ছিদ্দিকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবস' ২০০৯ পটিয়া সরকারী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব ইদ্রিছ মিয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের নির্বাহী অফিসার জনাব আবুল হোসেন। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মার্চ-পাস্ট ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুলের শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠক মোঃ আনোয়ার হোসেন ইএসপি শিক্ষার্থীদের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ২০০৯' পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত উক্ত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা প্রফেসর ইফতেখার আহম্মেদ খান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাগমনিরাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন। অতিথিবৃন্দ শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ঘাসফুলের সহসভাপতি মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সংস্থা ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর - ই - আকবর চৌধুরী, ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী বিভূতি ভূষণ দেববর্মন প্রমুখ।

নেস্ট প্রকল্প আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর গিয়াস উদ্দিন

ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রম সংবাদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের জন্য পরিচালিত ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা গত ৫ ডিসেম্বর হতে ১১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত নগরীর ৮ টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম,২য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৩৯০ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত ফলাফল অনুসারে শিক্ষার্থীরা ২য়, ৩য় ও ৫ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও ইউনিয়নের অবহেলিত শিশুদের জন্য ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি) ও ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত ১ম,২য় ও ৩য় শ্রেণীর ৪৫০ জন শিক্ষার্থী গত ১৪-২৬ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়। পাশাপাশি ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ১৪৫ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল পরিচালিত ১০ টি এনএফপিই কেন্দ্রের ৬০০ শিক্ষার্থী এবং নেস্ট প্রকল্পের সদস্য সংস্থা ইলমা ও ওয়াচ পরিচালিত ১০টি এনএফপিই কেন্দ্রে ১২০০ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে।

শিশুরাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেস্ট কনসোর্টিয়ামের সদস্য সংস্থা ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর ই আকবর চৌধুরী এবং মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রকল্প (গর্ভানেন্স) ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন। সেমিনারের মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রদীপ দেওয়ানজী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাগমনিরাম ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মহিলা কাউন্সিলর এডভোকেট রেহেনা বেগম রানু, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মাহবুবুল আলম, শিক্ষা কর্মকর্তা বিলকিস আরা বেগম, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অঞ্জল চৌধুরী, বিজেএমইএর ডেপুটি সেক্রেটারী রোমেল বড়ুয়া,অপরাজেয় বাংলাদেশের জোনাল ম্যানেজার ডাঃ কুনতল বড়ুয়া, ইউসেপ বাংলাদেশের বিভাগীয় সমন্বয়কারী নুরজাহান শামীম, পিকার প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোহাইমেনুর রহমান, উন্নয়ন সংস্থা মমতার প্রকল্প পরিচালক স্বপ্না তালুকদার, অন্তরের কর্মসূচী সমন্বয়কারী আব্দুল খালেক সহ গ্যারেজ ও টেম্পু মালিক সমিতির প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন সংস্থা ইলমার নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু এবং পুরো অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

১৮ তম জাতীয় টিকা দিবস ও হাম টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১০ পরিচালিত

ঘাসফুলের উদ্যোগে ১৮ তম জাতীয় টিকা দিবস ও হাম টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১০ গত ৯-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়। দেশ ব্যাপী পরিচালিত ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে ঘাসফুল কর্মএলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৪,২৭ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে ঘাসফুল প্রজনণ স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সমাজের তৃনমুল জনগোষ্ঠীর বাসস্থান পরিদর্শন করে ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের অভিভাবকদের নিকট ক্যাম্পেইন এর বার্তা সমূহ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি ১৪ নং ওয়ার্ডে ৪৭০ জন , ২৭ নং ওয়ার্ডে ৭৪০ জন এবং ২৯ নং ওয়ার্ডে ৫৮৬ জন সহ মোট ১৭৯৬ জন শিশুর তথ্য সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়।

এইডস দিবস পালিত

বিশ্ব এইডস দিবস পালন উপলক্ষ্যে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বিস্তারিত কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভা। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গত ১৩ ডিসেম্বর সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম অফিস চত্বর থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে লালদিঘী, সিনেমা প্যালেস হয়ে মুসলিম হল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালীর উদ্বোধণ করেন ডাঃ মোঃ আবু তৈয়ব, সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত),চট্টগ্রাম। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ছেমন আরা তৈয়ব এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ একিউএম সিরাজুল ইসলাম। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন।

আইসিপিডি ৯৪+১৫ উদযাপন

"দুটি সন্তানের বেশী নয়, একটি হলে ভালো হয়" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইসিপিডি ৯৪ + ১৫। এই উপলক্ষ্যে গত ২৭ ডিসেম্বর নগরীর মুসলিম হল হতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও দিন ব্যাপী মেলা। মেলায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, মমতা,সূর্যের হাসি চিহ্নিত ক্লিনিক (নিস্কৃতি,ইমেজ,এফএবি)ও মেরী স্টোপসের স্টল শোভা পায়।

সম্পাদকীয়

সাবধান ! এইডসের ভয়াবহতা বেড়েই চলছে

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশে এইডস রোগের বিস্তার সম্পর্কিত সরকারী তথ্য আবারও সচেতন নাগরিক সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এইডস আক্রান্ত রোগীর দেখা মিললে, তাৎক্ষণিক ভাবে এ রোগ সম্পর্কে সাধারণের মাঝে একটি মিথ তৈরী হয় " শুধু মাত্র অনৈতিক শারিরীক সম্পর্কের ফলেই এইডস বিস্তার লাভ করে"। এইচআইভি ভাইরাসের বৈশ্বিক পটভূমি বিবেচনা করলে এই মিথ অনেকাংশেই সত্য বলে বিবেচনা করা যায়। আমাদের দেশেও এইডস রোগের কারণ, ভয়াবহতা ও প্রতিকার নিয়ে গত ২০ বছরে এই রোগ প্রতিরোধে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে। পরিচালিত কর্মকান্ডের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু মরণব্যধি এইডসের প্রসার আমাদের দেশে বেড়েই চলছে। সরকারী তথ্য মতে বাংলাদেশে এই পর্যন্ত এইচআইভি পজেটিভ ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৪৫ জন এর মধ্যে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৬১৯ জন এবং এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ২০৪ জন। গায়ে শিহরণ জাগানোর মতো তথ্য হচ্ছে ২৫০ জন এইচআইভি পজেটিভ ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে শুধু মাত্র ২০০৯ সালে। 'জানুয়ারী - ডিসেম্বর' ২০০৯- গত ১২ মাসে ১৪৩ জন ব্যক্তি নতুন করে এইডসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছে। সরকারী তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা গেছে দেশে এই পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৪ ভাগ আক্রান্ত হয়েছে ২০০৯ সালে। তাই স্বাভাবিক ভাবে সচেতন নাগরিক মাত্রই প্রশ্ন করতে পারে " এত ব্যাপক কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও এই রোগের হার বেড়েই চলছে? পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের কিছু কিছু অঞ্চলে এইডস মহামারীর আকার ধারণা করেছে, সেই তুলনায় বাংলাদেশে এইডস রোগের হার নস্যি। এই বলে হয়তো কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারেন। কিন্তু সবার স্মরণ রাখতে হবে বাংলাদেশ ও মিয়ারমারের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট আকাশ পাতাল ফারাক । সুদীর্ঘকাল থেকে লালন করে আসা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এই ভূখন্ডকে এইডসের আক্রমন থেকে সুরক্ষা করে আসছে। পাশাপাশি সরকার, দাতা সংস্থা ও সারাদেশে কর্মরত ৩৮০ টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এইডস প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। তদুপরি ২০০৯ সালের তথ্যকে অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট সকলের এইচআইভি নিয়ে নতুন করে চিন্তা করা উচিত। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে হবে। এইচআইভি ভাইরাসের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সরকারী তথ্য মতে মোট আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৫ ভাগেরও অধিক হচ্ছে মাদকসেবী। ভালোবাসার বাণী নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে। বেসরকারী ভাবে পরিচালিত জরিপে দেখা যায় সুঁইয়ের মাধ্যমে মাদক সেবন কারীর হার শতকরা ১১ ভাগ। প্রতিটি মাদকসেবী ও যৌনকর্মী এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। তারা ও মানুষ, তারাও চায় জীবনের স্বাদ। অনৈতিক কর্মকান্ডের দায়ে সমাজ ও পরিবার থেকে দুর দুর করে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মেধাবী ছাত্রটি মাদক থেকে এইডস রোগী হয়ে গেল, পরিবারের দায়িত্ববান ব্যক্তিটির মাদকাসক্তি একটি পরিবারের জন্য যে কান্নার উৎস তৈরী করছে, সেই কান্নার ভাগীদার হতে হবে পুরো সমাজকে। সকলকে এক যোগে এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের সামন্য অবহেলা, অযোগ্যতা অথবা দূর্নীতির কারণে এইচআইভি ভাইরাস একবার নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়লে সে থাবা থেকে কারোরই রেহাই মিলবেনা। সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের তথা সচেতন নাগরিক সমাজকে এই ব্যর্থতার জন্য ভবিষ্যত প্রজন্মের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন

"জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ান"

COP15 COPENHAGEN
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2009

৭-১৮ ডিসেম্বর ' ২০০৯ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন বা কোপ - ১৫। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটি সামগ্রিক সমাধোতায় পৌছানোর লক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলন ছিল স্মরণাতীত কালের সর্বাধিক আলোচিত সম্মেলন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির সম্মুখীন দেশ সমূহের জনগোষ্ঠী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল একটি সুসংবাদের জন্য। কি হবে ধরিত্রীর, কিভাবে রক্ষা পাবে এই বিশ্ব ও জীব বৈচিত্র্য! নিজেদের বাঁচানোর দাবী নিয়ে এই সম্মেলনে এসেছিল ক্ষতিগ্রস্থ দেশ সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। নিজেদের দাবী পক্ষে ব্যবহার করেছেন জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাময় গান কবিতা। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল সবচেয়ে বেশী স্বোচ্চার। কি পেলাম এই সম্মেলন থেকে? এই প্রশ্নের পরিসংখ্যানিক উত্তর খুজঁতে গেলে হয়ত খুব বেশী আশাপ্রদ হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের যে উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধি থেকে তাদের যে মূল্যায়ন সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সারিতেই অবস্থান করছে। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেষণে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) সভাপতি রাজেন্দ্র কুমার পাচুরী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সম্মেলনের প্রাক্কালে আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর তালিকায় বার বার আসতে থাকে বাংলাদেশের নাম। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গৃহীত " জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল পত্র এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯" প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম অরক্ষিত জলবায়ুর দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। বিপুল ধ্বংস যজ্ঞ নিয়ে সামনের বছরগুলোতে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বস বেশী করে হাজির হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন। যা ইতিমধ্যেই বেশ ভালোভাবেই অনুভূত হওয়া শুরু হয়েছে। অভিযোজন, কার্বন প্রশমণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, তহবিল গঠন এই চারটি বিষয়ের মধ্যে, এই অভিযোজনের ব্যাপারে সম্মেলনের শুরু থেকেই বাংলাদেশ ছিল স্বোচ্চার এবং সক্রিয়। অভিযোজনের ব্যাপারে কোপ ১৫ এর আলোচনা সমাঝোতার কাছাকাছি পৌছেছে। অভিযোজন বিষয়ে একটি মোটা অংকের তহবিল গঠন করা হয়েছে। তবে যে কথা বার বার উঠে আসছে তা হল - অর্থ বরাদ্দ হলে সেটা খরচ করার মত দক্ষতা ও প্রস্তুতি বাংলাদেশের আছে কিনা? এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী আইনুন নিশাত বলেন " আমাদের কর্মসূচী আছে, এখন দরকার প্রকল্প"। বাংলাদেশ ২০০৫ সালেই জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (NAPA) জাতিসংঘের কাছে পেশ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশের কৌশল পত্র তৈরী করা হয়েছে। কোপ ১৫ সম্মেলনের প্রাপ্তির তালিকা খুব দীর্ঘ না হলেও বাংলাদেশের জন্য আশার বাণী হচ্ছে " জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতির সাথে আপাতত খাপ খাওয়াতে দরিদ্র দেশ গুলোর জন্য ২০১২ সালে ৭০ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছে জাতিসংঘের ফ্রেম ওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ"। অঙ্গীকারনামায় যুক্ত হয়েছে ১.৫ সেলসিয়াসের বেশী তাপমাত্রা বাড়ানো যাবেনা। এই অঙ্গীকার যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে আমরা অবশ্যই সেই বিশ্বে ফিরে যেতে সক্ষম হবো যা আজকে প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকী মোকাবেলায় সারাবিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি কোপেনহেগেন সম্মেলন থেকে সুফল পেতে দরকার হবে গতিশীলতা ও সমন্বয় প্রশাসন এবং নেতৃত্ব। শুধু অভিযোজন নয়, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানীর ব্যবহার,সৌর বিদ্যুতের প্রচলন ঘটানো, বনায়নের মত যে সব সুযোগ চীন ও ভারত কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশকেও সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

লেখক: আবু করিম হামি উল্লিল।

পোশাক কারখানার শ্রমিকদের এইডসের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে ঘাসফুলের কার্যক্রম অব্যাহত

ঘাসফুল পরিচালিত ভিডিও শো

পোশাক কারখানার শ্রমিকদের এইচআইভি / এইডসের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে ঘাসফুলের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় " প্রোভাইডিং প্রাইমারী প্রিভেনশন অফ এইচআইভি রিস্ক রিডাকশান থ্রু ওয়ার্ক প্লেস ইন্টারভেনশন ইন কমিউনিটি" শীর্ষক প্রকল্প চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত পোশাক কারখানায় ও কারখানার শ্রমিকরা বসবাসরত এলাকা সমূহে পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন সংস্থা ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লালখান বাজার,মিছি পুকুর পাড়, একে খান গেইট, পশ্চিম মাদারবাড়ী সুলতান কলোনী, পশ্চিম মাদারবাড়ী আইয়ুব আলীর বাড়ী, কামাল গেইট ২ নং গলি, গোসাইলডাঙ্গা, ল্যাংটা ফকিরের মাজার, পূর্ব মাদারবাড়ী কাশেম কলোনী, সেবক কলোনী, মুহুরীপাড়া, বাদশাহ মিয়ার কলোনী, আফিয়ার কলোনী, আবিদুর পাড়া, সিডিএ আবাসিক, জাফর কলোনী, ছোটপোল,গণকল্যান ক্লাব, কদমতলী শওকতের বাড়ী, রওশন মসজিদ লেইন, উল্লাপুকুর পাড় ও পুরান কাষ্টম এলাকায় ১০০ টি এইডসের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ভিডিও শো পরিচালনা করা হয়। শো সমূহে ৩২৩ জন পুরুষ ও ২ হাজার ৭ শত ৩৯ জন মহিলা সহ মোট ৩০৬২ জন প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠী উপস্থিত ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গ্লোবাল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) জিএফএটিএম ৯১২ রাউন্ড ০৬ এর ২য় পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঘাসফুল কৈশোর মঞ্চ উপদেষ্টা কমিটির মতবিনিময় সভা সম্পন্ন

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম টুলু

কর্মএলাকার কিশোর-কিশোরীদের সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এডিএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে ৩০ জন কিশোর ও ৩০ জন কিশোরীকে নিয়ে কৈশোর মঞ্চ গঠন করা হয়। কৈশোর মঞ্চের উপদেষ্টা কমিটির মত বিনিময় সভা গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব শাহিদুল ইসলাম টুলু, কদমতলী আলোসিড়ি ক্লাবের সভাপতি জনাব শওকত হোসেন এবং ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। পরবর্তীতে গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে কৈশোর মঞ্চের উপদেষ্টা মন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ৩০ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি জনাব শওকত আলী, আনোয়ার পাহলভী,এসকে মাহতাব উদ্দীন সহ অন্যান্য উপদেষ্টাবৃন্দ। সভা সমূহে শিশু ও নারী অধিকার, পরিবেশ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, দূর্যোগ, স্থানীয় সরকার ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। সভা সমূহে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুলের শিক্ষা কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী।

বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করছেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী।

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে ২০ জন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ৫ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারহাটস্থ ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র সংলগ্নে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর উদ্যোগে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় " বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সবার জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র পরীক্ষামূলক ভাবে উক্ত প্রকল্প পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসাবে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রথম ধাপ হিসাবে তাদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সনদ পত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার ও মারুফুল করিম চৌধুরী প্রমুখ। সনদ পত্র প্রদানের প্রাক্কালে উপকারভোগীদের মাঝে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুটির শিল্প ও হস্তজাত সামগ্রী তৈরীর ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়।

শোক সংবাদ

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ এডভোকেট আল মামুন চৌধুরী গত ১২ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম আল মামুন চৌধুরী ২০০৩ সাল থেকে আমৃত্যু ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ হতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল কোষাধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম নাসিরের পিতা জনাব মোহাম্মদ আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম গত ২১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও নির্লোভ চরিত্রের এই মানুষটি পেশাগত জীবনে এক জন সরকারী চাকুরীজীবি ছিলেন। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

ঘাসফুল সদস্য হাসনা আজ স্বাবলম্বী

নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার গাংজোয়ার গ্রামে বসবাসরত স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী এক নারী হাসনা বেগম। দুই কন্যা সন্তানের জননী হাসনা ও তার স্বামী তোফাজ্জল মিলে মোট ৪ জনের সুখী একটি পরিবার। বড় মেয়ে গাংজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। ছোট মেয়ে গাংজোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে পড়ে। খুব বেশী অভাবের তাড়না অনুভূত না হলেও আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এই পরিবারটির উপর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সবসময় ভর করে থাকতো। পরিবারের বিভিন্নমুখী চাহিদা মিটাতে গিয়ে এই দম্পতিকে হিমশিম খেতে হতো। কিভাবে এত অল্প সময়ে পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটালেন ? আত্মপ্রত্যয়ী হাসনার সাথে কথা বলে জানা যায় পরিবারের আয় প্রবাহ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হাসনা ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। সদস্য হওয়ার পরে হাসনা ঘাসফুলের সমিতি মিটিং এ উপস্থিত থেকে দেখতে পেল কিভাবে তার মত অন্যান্য নারীরা ঘাসফুলের সমন্বিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয়ে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের তথা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাদের দেখাদেখি হাসনাও উৎসাহিত হয় এবং ঘাসফুল সমিতির আরেক সফল সদস্য ছাবিনার নিকট থেকে বিছানা / মাদুর তৈরীর প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি হাসনা ঘাসফুলের ক্রেডিট অফিসার মোঃ আনিছার রহমান সহ এলাকায় এই ধরনের বিছনা তৈরীর সাথে জড়িতদের কাছ থেকে বিভিন্ন শলাপরামর্শ গ্রহন করে এবং সে জানতে পারে স্থানীয় বাজারে একটি বড় সাইজের বিছানোর দাম পরে ৬৫-৭৫ টাকা, মাঝারি সাইজের ৪৫-৫৫ টাকা এবং ছোট সাইজের বিছানার দাম পড়ে ২০-২৫ টাকা। ব্যতিক্রমী এই বিছানার তৈরীর পদ্ধতি ও খানিকটা ভিন্ন এবং কাঁচামাল স্থানীয় বাজার হতে সংগ্রহ করা যায়। পাতি, চিকন সুতলি ও বাঁশ দ্বারা প্রস্তুতকৃত এই ধরনের বিছানাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় সরি। বর্তমানে হাসনা ও তার সহযোগিরা মিলে ছোট সাইজের হলে ১০-১২ টি, মাঝারি সাইজের হলে ৭-১০ টি এবং বড় সাইজের হলে ৫-৭ টি পর্যন্ত বিছানা তৈরী করতে পারে। সে প্রথম দফায় ঘাসফুল হতে ৬ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে এবং ঋণের টাকা দিয়ে বিছানা তৈরীর পাতি, সুতলী, বাঁশ ইত্যাদি ক্রয় করে বিছানা প্রস্তুত ও বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। শুরুর ৬ মাসের মধ্যে ব্যবসার আয় দিয়ে হাসনা প্রথমেই মাথা গোঁজার জন্য দুটি মাটির ঘর তৈরী করেন। পরবর্তী দফায় ৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পাতি উৎপাদনের জন্য ৩৩ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। বন্ধকী জমিতে সে বর্তমানে পাতি উৎপাদন করছে পাশাপাশি তিনটি ছাগল, ১২ টি মুরগী ও ৬ টি হাঁস ক্রয় করে। হাসনা মনে করে আগে পাতি ক্রয় করে বিছানা তৈরী করতে হতো বলে লাভ সীমিত হত, বন্ধকী জমিতে বছরে ২ বার পাতি উৎপাদন করা গেলে লাভের পরিমাণ তিন গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ক্রয়কৃত হাঁস - মুরগী থেকেও আয় আসা শুরু হয়েছে। ঘাসফুলের সহযোগিতা ও পর্যায়ক্রমিক সাফল্য হাসনাকে এত আত্মবিশ্বাসী করেছে সে এখন বিশ্বাস করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাড়ির চর্তুপাশে ঘেরার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ১ টি দুধের গাভী ও ২ টি হালের বলদ ক্রয় করতে সক্ষম হবে। পরের বছর ঘাসফুল থেকে আরো এক দফা ঋণ নিয়ে ৫০ শতাংশ ধানের জমি বন্ধক নিয়ে ধান চাষ করার মাধ্যমে সারাবছর ঘরের খোরাকীর সংস্থানের পরিকল্পনা তার রয়েছে। ঘাসফুলের কার্যক্রম কিভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে? এই বিষয়ে জানতে চাইলে হাসনা বলেন "ঘাসফুল আমাদের পরিবারের কাছে একটি পরশ পাথরের মত, ঘাসফুল সমিতির সদস্য হওয়ার কিছু দিন পরেই প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে আমার ৫ম শ্রেণী পড়ুয়া বড় মেয়ে বৃত্তি লাভ করে। বর্তমানে আমার মেয়ে প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করে পায় যা দিয়ে তার পড়াশোনার খরচ ভালো চলে যায়। এভাবে গত দুটি বছরে অনেকগুলো সাফল্য আমাদের পরিবারে ধরা দেয়, যার জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করার পাশাপাশি ঘাসফুলের সাফল্য কামনা করছি"। আমরাও হাসনার জীবনের সাফল্য কামনা করি, কামনা করি সে যেন তার জীবনের চাওয়াগুলোকে পূর্ণ করতে পারে। সে যেন হয়ে উঠতে পার সফল ২ কন্যা সন্তানের গর্বিত জননী। হাসনার জীবন হাসনাহেনা ফুলের মত চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে দিবে যে সুবাসে সুবাসিত হবে গ্রাম বাংলার আরো অনেক নারী। দূর হবে দারিদ্র্য। গড়ে উঠবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ।

তথ্য সংগ্রহ : মীর মাহাবুব আলম, সুপারভাইজার, নওগাঁ সদর শাখা, ঘাসফুল।

দেশের ১২তম বৃহত্তম চিত্র প্রদর্শনী সম্পন্ন

গত ১৬-১৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে তিনদিন ব্যাপী সেন্ট প্লাসিডস হাইস্কুল মিলনায়তনে ১২ টি আর্ট স্কুলের ৭০০ শিশু শিল্পীর অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দেশের ১২তম বৃহত্তম চিত্র প্রদর্শনী। সেন্ট প্লাসিডস স্পেশাল আর্ট ক্লাস, এসওএস হারম্যান মাইনার আর্ট ক্লাস, জামালখান সান্ডে আর্ট স্কুল, নকশা আর্ট স্কুল ১-২, কর্ণফুলী আর্ট স্কুল, ওয়াই.ডাব্লিউ.সি.এ আর্ট ক্লাস, অক্সফোর্ড আর্ট ক্লাস, ইউনিক আর্ট স্কুল, প্রেস ক্লাব আর্ট ক্লাস ও ঘাসফুল আর্ট স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী শওকত জাহানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত চিত্র প্রদর্শনীতে ঘাসফুল স্কুলের ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। প্রদর্শনীতে ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের চিত্রিত অংকন সকলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ই-এশিয়া ট্যুরে ঘাসফুল

ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক অভিজ্ঞতা বিনিময় করার লক্ষ্যে ২-৪ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল " ই-এশিয়া" । ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ৩ দিনের সম্মেলনে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এম এ করিম উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। বিটিএন এর আমন্ত্রনে ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সম্মেলনে ২০ সদস্যের প্রতিনিধি দলে যোগ দেন।

এক নজরে গত তিন মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ - **প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম**

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	১৯০২ জন রোগীকে ২৩ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৭৫৯ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ২৯৫ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৬৪ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৭০ জন মহিলা এবং ৩৫৪ জন পুরুষ সহ মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২১২৪ জন। এদের মধ্যে ৩৩৪ জন ইনজেকশন, আইইউডি ১৬ জন, কনডম ৩৫৪ জন, পিল ১৪০ জন এবং লাইগেশন (রেফারেল) ৬ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৭৩ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৪ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৭৯ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ২৮ টি গার্মেন্টস এর মোট ৫৫৩০ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

দরিদ্রদের মাঝে ব্যবস্থাপত্র ও প্রদান করছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান (ছবিতে মাঝে)

পল্লী এলাকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কর্মএলাকায় তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডি-নেটের সহযোগিতায় ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে হাটহাজারী উপজেলার মনছুরাবাদ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের আওতায় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হতদরিদ্র নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সমেত বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ঘাসফুল মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান সহ ঘাসফুল প্রজনণ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করেন। তৃণমুল পর্যায়ের শিশু ও কিশোরী সহ সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা সহ তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ধারণা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুমন দেবনাথ, সহকারী প্রধান শিক্ষক রাজু শীল, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, এমআইএস অফিসার শাহাদাত হোসেন হীরা প্রমুখ।

বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

তৃণমুল পর্যায়ে রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভা

"বল ভগিনী, বল কনে, সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ" - বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, উপমহাদেশের মুসলিম নারী জাগরনের পথিকৃৎ। ৯ ডিসেম্বর সারাদেশে (বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু দিবস) রোকেয়া দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে রোকেয়া দিবস ০৯ পালন করা হয়। ঘাসফুল সোশ্যাল ডেভালাপমেন্ট কার্যালয়ে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পনের মধ্যে দিয়ে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১০ ডিসেম্বর ঘাসফুল কর্মএলাকার পোড়া কলোনীতে সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত নারীদের অংশগ্রহনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে ঘাসফুল প্রজনণ স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কর্মসূচী চলাকালে ঘাসফুল মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান সহ ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল ট্রেনিং সেলের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে পরিচালিত প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯-২১ ডিসেম্বর ক্রেডিট অফিসার ও ১০-১২ অক্টোবর সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৪-৬, সরকার হাট, কাট্টলী, চৌধুরী হাট, হালিশহর, নজুমিয়া হাট ও আনোয়ারা শাখার ক্রেডিট অফিসারদের জন্য আয়োজিত সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে দারিদ্র্য বিমোচনে সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিয়ে ব্যপক ভাবে আলোচনা করা হয়। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১-৬, কালারপোল, সরকারহাট, কাট্টলী, পতেঙ্গা এবং অক্সিজেন শাখার সুপারভাইজারদের অংশ গ্রহণে পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল। প্রশিক্ষণ সমূহের সঞ্চালক এর দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুল ট্রেনিং সেলের ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণ সমূহে ঘাসফুলের অংশগ্রহন

আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ৫-৮ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে ঢাকার মোহম্মদপুরস্থ সেপ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ ও ৫ নং শাখার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ও শাহাদাত হোসেন।

সাবসেক্টর বিশ্লেষণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৫-২৯ অক্টোবর পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ট্রেনিং সেলের ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান খান উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গত ৮ - ১১ নভেম্বর সেপ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল চৌধুরীহাট ও হাটহাজারী সদর শাখার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম ও শেরআলী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গত ৯ - ১২ নভেম্বর পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল পটিয়া সদর ও নজুমিয়াহাট শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন ও রাজীব বড়ুয়া প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

নদীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার ক্রেডিট অফিসার হাবিবুর রহমান ও চাদগাঁও শাখার মনি মল্লিক। গত ২১ - ২৪ নভেম্বর প্রত্যাশী ট্রেনিং সেন্টারে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল চাদগাঁও শাখার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আতিকুর রহমান ও নেওয়ান বাজার শাখার বিদ্যুৎ সেন গুপ্ত। গত ২১-২৪ ডিসেম্বর পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ইপসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মৌলিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল কালারপোল শাখার ক্রেডিট অফিসার পিকু বড়ুয়া।

ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার ক্রেডিট অফিসার সুজন নাথ গত ২৩ - ২৪ ডিসেম্বর ইপসা ট্রেনিং সেন্টারে মৌলিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

গত ২৭-৩১ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ নং ও কাট্টলী শাখার ব্যবস্থাপক শহীদুল আমিন ও শেখ ফরিন।

ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার ব্যবস্থাপক নাজিম উদ্দিন গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর পিকেএসএফ ভবনে মৌলিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন।

DISVI - নেপাল আয়োজিত "সাউথ্ এশিয়া রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন এহেড ফর আরএইচ" শীর্ষক কর্মশালা গত ১৮-২০ নভেম্বর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সহ ৪ টি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা গত ১৬ নভেম্বর নেপালের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। গত ১৮-২০ নভেম্বর'২০০৯ কর্মশালায় অংশগ্রহন শেষে ২১ নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন।

মানুষের জন্য manusher Jonno আয়োজিত প্রশিক্ষণ

"রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন পার্টনারস ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট- লার্নিং ফরম শেয়ারিং" শীর্ষক কর্মশালা গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ২০০৯' পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত কর্মশালায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী বিভুতিভূষন দেববর্মন এবং ফিন্যান্স এন্ড এ্যাডমিন অফিসার এনামুল করিম জুয়েল। কর্মশালায় প্রধান সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (ফিন্যান্স এন্ড এ্যাডমিন) জনাব আশরাফুল আলম। "জেন্ডার পলিসি ম্যানুয়েল ডেভেলাপমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ১২-১৫ ডিসেম্বর ২০০৯' রাজধানীর বনানীস্থ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুলের অংশগ্রহনকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী বিভুতিভূষন দেববর্মন প্রমুখ।

এক নজরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

বিমোচনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল দেশের ৫ টি জেলায় ৭ টি খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ঘাসফুল পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সমূহ দেখানো হলো।

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৮,৮৮৩	১৪,৪০৫	৯,০৩,২৮,৩২৩	১৩৩,২৮,৮১,০০০	১২১,৩৮,৪৯,০২৩	১১,৯০,৩১,৯৭৭
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	১১,৩১৭	৮,৭৫৬	২,১৫,৬৫,৭০৯	৩০,৫৪,০৩,০০০	২৪,৮৩,৬৩,২৯০	৫,৭০,৩৯,৭১০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১,৮১৩	১,৫৫৩	৩,২০,৬৭,৫০০	২৮,২৮,০৩,০০০	২৩,২২,৪৪,২০০	৫,০৫,৫৮,৮০০
দৈনিক ঋণ	২,৫২৪	১,৬৮৩	৯,৫১,৮৬০	১৩,৩০,৬১,৪০০	১১,৭৪,৫১,২৯৬	১,৫৬,১০,১০৪
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	১০০	১০০	----	৪৯,৭৮,০০০	৪৮,৮১,৭০৩	৯৬,২৯৭
অতি দরিদ্র ঋণ	২১৫	১৭১	১,৫৮,৯৭২	১৯,৬৬,০০০	১৫,৭৪,৮৯৯	৩,৯১,১০১
কৃষি ঋণ	৯৫	৯৪	১,৬৯,৬২২	২০,১৪,০০০	৬,৪১,২৫০	১৩,৭২,৭৫০
সর্বমোট	৩৪,৮৪৭	২৬,৬৬২	১৪,৫২,৪১,৯৮৬	২০৬,৩১,০৬,৪০০	১৮১,৯০,০৫,৬৬১	২৪,৪১,০০,৭৩৯

২০০৫ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ঘাসফুল কর্তৃক গৃহীত পিকেএসএফ ঋণের পরিমাণ, পরিশোধ এবং ঋণ স্থিতি

খাতের নাম	ঋণ গ্রহন (টাকায়)	ঋণ পরিশোধ (টাকায়)	ঋণ স্থিতি (টাকায়)
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	৪,৬৬,০০,০০০	১,৬১,৬০,০০০	৩,০৪,৪০,০০০
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১০,০০,০০,০০০	৩,৫৮,০০,০০০	৬,৪২,০০,০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	৬,৭০,০০,০০০	২,১৮,৮০,০০০	৪,৫১,২০,০০০
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	৪০,০০,০০০	৫,৮৩,৩৩৩	----
অতি দরিদ্র ঋণ	১০,০০,০০০	৪,১৬,৬৬৭	৪,১৬,৬৬৭
কৃষি ঋণ	১০,০০,০০০	----	১০,০০,০০০
সর্ব মোট	২১,৯৬,০০,০০০	৭,৮৪,২৩,৩৩৩	১৪,১১,৭৬,৬৬৭

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৬ শাখার উপকারভোগী সদস্যের হাতে সঞ্চয়ের অর্থ তুলে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী বা আইজিএ পরিচালনাকারী ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর পরিবার যাতে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যাতে আর্থিক দৈন্যদশার স্বীকার না হয় সে লক্ষ্যে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। পলিসি অনুসারে কোন সদস্য অথবা সদস্যের আইজিএ পরিচালনাকারী ব্যক্তি ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের অপরিশোধিত ঋণের কিস্তি সমূহ সংস্থার বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। গত ৩ মাসে (অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৯) ঘাসফুল মাদারবাড়ী ১ শাখার ২ জন, ২ শাখার ১ জন, ৩ শাখার ২ জন, ৪ শাখার ১ জন, ৬ শাখার ১ জন এবং কালারপুল শাখার ১ জন, পতেঙ্গা শাখার ২, কাট্টলী শাখার ২ জন, আনোয়ারা শাখার ১ জন সহ মোট ১৩ জন ঘাসফুল উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি -------- রাজিউন)। মৃত সদস্য ও আইজিএ পরিচালনাকারী বরাবর ঘাসফুলের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ৯৮ হাজার টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার ৪৪ টাকা। ঋণ স্থিতির সমুদয় অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয় এবং তাঁদের সঞ্চয়ের অর্থ সমূহ মনোনীত নমিনী ও সদস্য বরাবর কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়াই ফেরত দেওয়া হয়।

নেস্ট প্রকল্পের লোকাল -লোকাল ডায়লগ

লোকাল - লোকাল ডায়লগ - বক্তব্য রাখছেন কাউন্সিলর আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের আওতায় লোকাল -লোকাল ডায়লগ গত ২০ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে নগরীর পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গাস্থ ঘাসফুল হাসনাহেনা উপানুষ্ঠানিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রম চলাকালে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন কর্মজীবি শিশুদের জন্য ঘাসফুল পরিচালিত এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি নির্বাচনী এলাকায় ঘাসফুলের এই কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২২ অক্টোবর মধ্যম গোসাইলডাঙ্গাস্থ ঘাসফুল উপানুষ্ঠানিক স্কুল দোঁলনচাপায় লোকাল-লোকাল ডায়লগ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এডভোকেট রেহেনা বেগম রানু। সভায় সমূহে আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্কুল এর শিক্ষক, ব্যবসায়ী, গ্যারেজ মালিক, ধর্মীয় নেতা, দোকান মালিক, চাকুরিজীবি, প্রকল্পের পিটিএ কমিটির সদস্য, কর্মজীবি শিশুদের অভিভাবক, প্রকল্পের এডুকেটর সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল "নেস্ট ফর দি চিলড্রেন এট রিস্ক" প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

হাটহাজারী উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি মেলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রশংসা করেন এবং মানবৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের নিকট আহ্বান জানান। এলাকার সর্বস্তরের নারী পুরুষ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, পেশাজীবি, সুশীল সমাজ, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক বৃন্দের অংশগ্রহনে উক্ত মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ঘাসফুলের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, এমআইএস অফিসার শাহাদাত হোসেন হীরা, ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মোবাইল লেডি বিলকিস আক্তার সহ ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র এবং ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। মেলার আলোচনা সভা সহ অন্যান্য পর্বের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৯

হাটহাজারী উপজেলায় ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি মেলা

ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র আয়োজিত মেলায় বক্তব্য রাখছেন হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শেখ ফরিদ আহম্মদ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর সার্বিক যীবনযাত্রা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ঘাসফুল ২০০৭ সাল থেকে হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে পল্লীতথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতা ধরে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র বিটিএন এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। গ্রামের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী উদ্যোগকে টেকসই ও দক্ষতা বৃদ্ধি করাই ছিল উক্ত প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে "ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়ী উদ্যোগের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি মেলা" গত ১৭ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটস্থ মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয় হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। মোমবাতি, শীতল পাটি ও নকশী কাথার মত দ্রব্য সামগ্রী তৈরীতে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ধারণা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে উল্লেখিত পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়া ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়। মেলায় ব্লক বাটিক বিষয়ক তথ্য, কৃষি বিষয়ক তথ্য, ঋণ সহায়তা বিষয়ক তথ্য ও উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনীর স্টল সহ মোট ৬ টি স্টল স্থান পায়। উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত বেড শীট, মোবাইল ব্যাগ, নকশী কাথা, শীতল পাটি, মৃৎশিল্প সামগ্রী, চিড়া - মুড়ি দিয়ে তৈরীকৃত খাদ্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী মেলায় আগতদের নজর কাড়তে সম হয়। আগত দর্শনার্থীদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী। অংশগ্রহনকারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মিসেস শাকিলা খাতুন ও উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা সকলের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ঘাসফুল সহ-সভাপতি মনজুর উল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শেখ ফরিদ আহম্মেদ। সভার শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বিস্তারিত ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার।। ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী উপজেলার সমবায় অফিসার আশীষ কুমার দাশ, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার প্রদীপ শীল এবং বিটিএন এর যুগ্ম সম্পাদক জনাব শহীদ উদ্দীন আকবর। আলোচনা সভায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ২০ জন উদ্যোক্তাকে মঞ্চে আহ্বান করে উপস্থিত সকলের সামনে পরিচয় করে দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে নিজেদের সফলতার কারণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা সমূহ ও ঘাসফুলের সহযোগিতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি লক্ষিত উদ্যোক্তাদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহন করেন এবং অন্যান্য অতিথি সহকারে মেলার স্টল সমূহ পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শন কালে প্রধান অতিথি স্টলের পন্য সামগ্রী সমূহের গুনগত মান এর ভূয়সী (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯ পালিত

"শিশু সুরক্ষার অধিকার, দিন বদলের অঙ্গীকার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হয়ে হয়ে গেল শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৯। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীর উদ্যোগে এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সহযোগিতায় গত ৫-১১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্নমুখী কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল র‌্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীরা র‌্যালী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন।

নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

নেস্ট প্রকল্প আয়োজিত সমন্বয় সভায় (ছবিতে বাম থেকে) কাউন্সিলর রেখা আলম চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম টুলু ও আফরোজা কালাম

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট ফর দি চিলড্রেন এট রিস্ক প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও কমিউনিটি লিডারদের সমন্বয় সভা গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের সমন্বয়কারী বিভূতিভূষণ দেব বর্মন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম টুলু, রেখা আলম চৌধুরী, এডভোকেট রেহেনা বেগম রানু, আফরোজা কালাম, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এসআর রাশেদ, পূর্ব মাদারবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মমিনুল হক, সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার সৈয়দা ফারহানা আফরোজ প্রমুখ। সভায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের মাঠ কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এনজিওকর্মী, ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org